

# বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার বিকাশ



**প্রশ্ন ▶ ১** মারুফ অনেকের মতো সমাজে বাস করে। সে মনে করে, মানব সমাজে বাস করতে হলে সামাজিক আইন-কানুন ও আচার-আচরণের জ্ঞান আবশ্যিক। একথা প্রসঙ্গে মুহসীন বলল, আমাদের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক সমস্যা উপলব্ধি করার জন্য সমাজ সম্পর্কিত একটি বিষয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মারুফ এ বিষয়টিকে একটি মানবতাবাদী বিজ্ঞান হিসেবে উল্লেখ করে থাকে।

◀ শিখনফল: ১ ও ৪

- ক. কাকে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়? ১
- খ. সমাজ গবেষণায় নিরপেক্ষতা আবশ্যিক— ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. মারুফের উল্লিখিত বিষয়টির চর্চার পটভূমি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. মুহসীনের বক্তব্যটি মারুফের উল্লিখিত বিষয়টির গুরুত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ— তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

## ১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ট কোঁতকে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

**খ** সমাজের যেকোনো সমস্যার কারণ উদ্ঘাটন এবং তার যথাযথ প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন গবেষণা। গবেষণার মাধ্যমে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় এবং প্রাপ্ত তথ্য বিচার বিশ্লেষণ করে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। এ জন্য গবেষণায় নিরপেক্ষতা আবশ্যিক। তা না হলে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে না। আর সঠিক তথ্য না পেলে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবমুখী হবে না। এ জন্য বাস্তবমুখী ও কার্যকরী পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ সামাজিক গবেষণা।

**গ** উদ্দীপকে মারুফ সামাজিক আইন-কানুন ও আচার-আচরণের জ্ঞান সম্পর্কিত একটি বিষয়ের কথা বলে। সে এ বিষয়টিকে মানবতাবাদী বিজ্ঞান হিসেবেও উল্লেখ করে। পাঠ্যবইয়ের তথ্যানুযায়ী সমাজবিজ্ঞান হলো সামাজিক আইন-কানুন ও আচার-আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান। তাছাড়া এটিকে মানবতাবাদী বিজ্ঞান হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অতএব বলা যায় মারুফ সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের কথা বলেছে।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক সমাজবিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ দখলকারী ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্তি অর্জনের আগে চল্লিশের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী লেখক রাধাকমল মুখার্জি, ডি এন মজুমদার, নির্মল কুমার বসু ও বিনয় কুমার সরকার বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। সে সময় কয়েকজন মার্ক্সবাদী বাঙালি সমাজবিজ্ঞানীদের লেখা পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন এম এন রায়, মোজাফফর আহমদ, সুশোভন সরকার,

গোপাল হালদার ও বিণয় ঘোষ। এসব সমাজচিন্তাবিদ বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনেক আলোচনা সমালোচনা করেছেন এবং সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেছেন। এসব সমাজচিন্তাবিদদের মাধ্যমে বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি নির্মিত হয়েছে।

**ঘ** ‘আমাদের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক সমস্যা উপলব্ধি করার জন্য সমাজবিজ্ঞান অতীব গুরুত্বপূর্ণ।’ মুহসীনের এ বক্তব্যটি মারুফের উল্লিখিত বিষয়টির গুরুত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আমি বক্তব্যটির সাথে একমত। কেননা অধিক জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যাগুলোর কিছু ধীরে ধীরে জটিল আকার ধারণ করছে, আবার কিছু হ্রাস পাচ্ছে। সমাজবিজ্ঞান এসব সামাজিক সমস্যার কারণ, প্রভাব ও প্রতিকার বিষয়ক বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা ও গবেষণা করে। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ এ জ্ঞান সামাজিক সমস্যা সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। সমাজ ও রাজনীতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। সমাজ থেকেই রাজনীতির উদ্ভব হয়। তাই সমাজ রাজনীতিকে প্রভাবিত করে, আবার রাজনীতি সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু যদি সমাজ ও রাজনীতি বিপরীতমুখী হয়, তবে মানুষের জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়। দীর্ঘদিনের চলে আসা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং নাৎরামি বাংলাদেশের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের ধারা থমকে আছে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

**প্রশ্ন ▶ ২** ‘ক’ সমাজবিজ্ঞানের একটি কনিষ্ঠতম শাখা। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের সমাজ যতই উন্নত, আধুনিক হচ্ছে সমাজ ততই জটিল হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধানে আমাদের দেশে ‘ক’ বিষয়টি পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

◀ শিখনফল: ১ ও ৩

- ক. ‘অর্থশাস্ত্র’ গ্রন্থের লেখক কে? ১
- খ. কোনো পরিকল্পনায় গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সমাজবিজ্ঞানে জ্ঞানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. বাংলাদেশে ‘ক’ বিষয়টি চর্চার পটভূমি বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. বাংলাদেশে উক্ত বিষয়টির বিকাশধারা বিশ্লেষণ করো। ৪

## ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ‘অর্থশাস্ত্র’ গ্রন্থের লেখক কোটিল্য।

**খ** কোনো পরিকল্পনা কাদের জন্য করা হবে, সমাজের কোন কোন শ্রেণির মানুষ এতে কতটা উপকৃত হবে এসব পরিকল্পনা মানব আচরণ তথা সামাজিক সম্পর্কের ওপর গভীর প্রভাব রাখে।

তাছাড়া উন্নয়নের পরিকল্পনা কতটা, কীভাবে ফলপ্রসূ করা যাবে; অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতাগুলো কী কী; কীভাবে তা দূর করে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা যায় তা সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে। তাই যেকোনো পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**গ** উদ্দীপকে ‘ক’ বিষয়টি দ্বারা সমাজবিজ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। কারণ সমাজবিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞানের একটি কনিষ্ঠতম শাখা। এছাড়া রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সামাজিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধানে সমাজবিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি নিচে আলোচনা করা হলো—

১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিক সমাজবিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত হয়। ১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা কলেজকে কেন্দ্র করে একটি ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর বিকাশ ঘটে, যারা শিক্ষাগোষ্ঠী নামে পরিচিত ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে দখলকারী ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্তি অর্জনের আগে চল্লিশের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী লেখক রাধাকমল মুখার্জি, ডি এন মজুমদার, নির্মল কুমার বসু ও বিনয় কুমার সরকার বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। সেসময় কয়েকজন মার্ক্সবাদী বাঙালি সমাজবিজ্ঞানীদের লেখা পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন এমএন রায়, মোজাফফর আহমদ, সুশোভন সরকার, গোপাল হালদার ও বিনয় ঘোষ। এসব সমাজচিন্তাবিদ বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনেক আলোচনা সমালোচনা করেছেন এবং সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেছেন। এসব সমাজচিন্তাবিদদের মাধ্যমে বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের চর্চার পটভূমি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

**ঘ** বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানে বিকাশধারা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠার পটভূমি প্রস্তুত করতে ১৯২১ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের বহু জ্ঞানী শিক্ষক ও অন্যান্য বিদ্বান ব্যক্তির সমাজচিন্তামূলক অনেক মূল্যবান নিবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশনা এবং বিভিন্ন সেমিনারে বিভিন্ন মননশীল প্রবন্ধ পাঠ এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ১৯৫০ সালে প্রখ্যাত ফরাসি প্রফেসর লেভী স্ট্রাস বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, পঠন-পাঠনে সম্ভাব্যতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিদর্শন করেন। তার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অজিত কুমার সেন ও নাজমুল করিম দেখা করেন এবং সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইউনেস্কোর সাহায্য সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৫৭-৫৮ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ইউনেস্কো বিশেষজ্ঞ ফরাসি সামাজিক নৃবিজ্ঞানী ড. পেরী বেসাইনী প্রথম বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে ১৯৬৯ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৯৭০ সালে সন্মান কোর্স শুরু হয়। ১৯৭০ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র বিভাগ

হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ মতো রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানের বিকাশে বহু সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছেন।

সমাজবিজ্ঞানের বিকাশের জন্য বিভিন্ন কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এইচএসসি এবং ডিগ্রি কোর্সে সমাজবিজ্ঞান চালু হয়। ১৯৮৬ সালে প্রথম জগন্নাথ কলেজে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সমাজবিজ্ঞান চালু হয়। বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলোতে সমাজবিজ্ঞান স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং সমাজবিজ্ঞানের পরিচর্যা চলছে।

**প্রশ্ন ৩** সম্প্রতি সমাজবিজ্ঞানীরা এক গবেষণা সমীক্ষায় প্রমাণ করেছেন যে, সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ দায়ী হলো পথচারীরা। এ প্রেক্ষিতে ঢাকা কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা এক প্রচারাবিহীন কর্মসূচি গ্রহণ করে। ঢাকা কলেজের সামনের রাস্তায় তারা পথচারীদের পারাপারে করণীয় দিকগুলো সম্পর্কে অবহিত করে।

◀ শিখনফল: ৪

- ক. কত সালে বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা শুরু হয়? ১
- খ. বাংলাদেশে কীভাবে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি নির্মিত হয়? ২
- গ. উদ্দীপকে সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নের গুরুত্বের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নের আরও যেসব গুরুত্ব রয়েছে তা যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৩নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৯৫৭ সালে বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা শুরু হয়।

**খ** বিভিন্ন বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও সাম্যবাদী লেখকদের লেখনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি নির্মিত হয়। চল্লিশের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী লেখক রাধাকমল মুখার্জি, ডি এন মজুমদার, নির্মল কুমার বসু ও বিনয় কুমার সরকার বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। সে সময় কয়েকজন মার্ক্সবাদী বাঙালি সমাজবিজ্ঞানীর লেখা পাওয়া যায়। এসব সমাজচিন্তাবিদগণ বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনেক আলোচনা সমালোচনা করেন এবং সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেন। যার ফলে বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি নির্মিত হয়।

**গ** উদ্দীপকে সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নের গুরুত্বের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা হলো, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সম্প্রতি সমাজবিজ্ঞানীরা এক গবেষণা সমীক্ষায় প্রমাণ করেছেন যে, সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ দায়ী হলেন পথচারীরা। এ প্রেক্ষিতে ঢাকা কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা পথচারীদের মধ্যে এ সম্পর্কিত এক প্রচারাবিহীন কর্মসূচি গ্রহণ করে। ঢাকা কলেজের সামনের রাস্তায় তারা পথচারীদের পারাপারে করণীয় দিকগুলো সম্পর্কে অবহিত করে যা সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নের গুরুত্বের অন্যতম দিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সমাজবিজ্ঞানও মানুষকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সমাজের সদস্য হিসেবে কী

ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে তা সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমেই জানা যায়। সমাজবিজ্ঞান আমাদেরকে আত্মসচেতন, শ্রেণি সচেতন, সমাজ সচেতন এবং সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে সহায়তা করে। সমাজবিজ্ঞান কেবল সামাজিক অধিকারই নয়; সামাজিক দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান দান করে। আর এ বিষয়টিই ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের কার্যক্রমে ফুটে উঠেছে।

**ঘ** সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি আরও অনেক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা যায়।

সমাজবিজ্ঞান যেহেতু সমাজকাঠামো তথা ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ক, ভূমিকা ও কার্যাবলি সম্পর্কে পঠন-পাঠন ও গবেষণা করে, সেহেতু সমাজবিজ্ঞান পাঠে যেকোনো কৌতূহলী পাঠক সমাজ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে পারে। সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে সমাজে মানুষের অবদান ও অধিকার সম্পর্কে জানা যায়। সমাজের সুযোগ-সুবিধাগুলো কারা, কতটা, কীভাবে ভোগ করছে; আর কারাই বা সমাজের সুযোগ ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তা সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। সমাজবিজ্ঞান অধিক জনসংখ্যা, দারিদ্র্য,

নিরক্ষরতা, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার কারণ, প্রভাব ও প্রতিকার বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা ও গবেষণা করে। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ এ জ্ঞান সামাজিক সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য। কেননা সমাজ বিচ্ছিন্ন বা সমাজ বিরুদ্ধ কোনো উন্নয়নমূলক কাজ কখনও টেকসই হয় না। পরিবর্তনের ধরন, ধারা ও এর ফলে উদ্ভূত সমস্যা অনুধাবন ও নিরসন সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। এছাড়া রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা থেকে মুক্তি লাভ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা অনুধাবন, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বাস্তবসম্মতভাবে আয়ত্ত করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকা ছাড়াও সমাজবিজ্ঞান পাঠের আরও অনেক গুরুত্ব রয়েছে।



## প্রশ্নব্যাংক

### ► উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

**প্রশ্ন ► ৪** কৌটিল্য তার *অর্থশাস্ত্র* গ্রন্থে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার ধারণা দিতে গিয়ে বলেছিলেন— ব্রাহ্মণরা শিক্ষা অর্জন, শিক্ষা দান, যজ্ঞ করা, অন্যের যজ্ঞ পরিচালনা, দান গ্রহণ এবং সম্প্রদান কর্ম করতেন। ক্ষত্রীয়া শিক্ষা অর্জন, যজ্ঞে অংশগ্রহণ, দান করা, সৈনিক পেশা এবং জীবনের নিরাপত্তা বিধান করতেন। বৈশ্যরা শিক্ষা অর্জন, যজ্ঞে অংশগ্রহণ, দান দেওয়া, কৃষিকাজ, পশু পালন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। শূদ্ররা দ্বিজদের সেবা, কৃষিকাজ, পশু পালন এবং জীবনধারণের নিমিত্তে অন্যান্য কর্ম, শিল্পকর্ম করতেন।

◀ *শিখনফল:* ১

- ক. কত সালে জগন্নাথ কলেজে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সমাজবিজ্ঞান চালু হয়? ১
- খ. উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার প্রয়োজনীয়তা কীরূপ? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রন্থের বর্ণনাটিকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজতাত্ত্বিক বলে আখ্যায়িত করা যাবে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি এদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি রচনা করলেও পূর্ণতা দিতে পারেনি— বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৯৮৬ সালে জগন্নাথ কলেজে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সমাজবিজ্ঞান চালু হয়।

**খ** উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক।

গতানুগতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হলে সমাজে বসবাসরত কোনো না কোনো গোষ্ঠী ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। যেমন— ঢাকা শহরের উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে যদি ফুটপাথে অবস্থানরত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করা হয়, তবে সমাজের ভারসাম্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাই সমাজের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।



**সুপার টিপস:** প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

**গ** সমাজ সম্পর্কিত আলোচনা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে স্থান পাওয়ার জন্যই এটিকে এদেশের সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়— বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করো।

**ঘ** কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি রচনা করলেও পূর্ণতা দিতে পারেনি— বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।





**প্রশ্ন ▶ ১** ভারতীয় উপমহাদেশে “X” বিষয়টি চিন্তার ইতিহাস প্রায় দু’হাজার বছরের পুরোনো হলেও মূলত কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই উপমহাদেশে “X” বিষয়টির পাঠের পথ সুগম হয়। অধ্যাপক এ. কে. নাজমুল করিম, অজিত কুমার সেনসহ অনেক মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টায় “X” বিষয়টির পাঠ বাংলাদেশে স্বতন্ত্রভাবে শুরু হয়।

◀ *শিখনফল-১*

- ক. রুদ লেভি স্ট্রাস কে ছিলেন? ১  
খ. সমাজবিজ্ঞানকে মানবতাবাদী বিজ্ঞান বলা হয় কেন? ২  
গ. উদ্দীপকে “X” দ্বারা যে বিষয়টিকে নির্দেশ করে বাংলাদেশে তার চর্চার পটভূমি বর্ণনা কর। ৩  
ঘ. বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে এ. কে. নাজমুল করিমের অবদান সবচাইতে বেশি— তুমি কি একমত? ৪  
উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

### ১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** রুদ লেভি স্ট্রাস ফ্রান্সের নৃবিজ্ঞানী ছিলেন।

**খ** পঠন পরিসর ও উদ্দেশ্যের কারণে সমাজবিজ্ঞানকে মানবতাবাদী প্রায়োগিক বিজ্ঞান বলা হয়।

সামাজিক প্রয়োজন ও মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার আলোকেই সমাজবিজ্ঞানের বিকাশধারা প্রবাহিত হয়। উদাহরণস্বরূপ পরিবারের কথা বলা যায়, পরিবার বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন— একক পরিবার, যৌথ পরিবার, পিতৃতান্ত্রিক পরিবার, মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ইত্যাদি। সমাজবিজ্ঞান সব ধরনের পরিবারকেই স্বীকৃতি দেয়। আর এ কারণেই সমাজবিজ্ঞান মানবতাবাদী প্রায়োগিক বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

**গ** উদ্দীপকে “X” দ্বারা সমাজবিজ্ঞান বিষয়টিকে নির্দেশ করে। ভারতীয় উপমহাদেশে সমাজচিন্তার ইতিহাস প্রায় দু’হাজার বছরের পুরোনো। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বাৎসায়নের কামসূত্র, আল-বেরুনির ভারততত্ত্ব ও ইতিহাসবিদ আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরি এবং আকবরনামা ইত্যাদি গ্রন্থে বাংলাদেশের সমাজের চমৎকার সব বিবরণ রয়েছে। স্যার উইলিয়াম জোনসের উদ্যোগে ১৭৮৪ সালে ‘রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে সমাজ চর্চা সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজবিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত হয়। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী লেখক রাধাকমল মুখার্জি, ডি এন মজুমদার, নির্মল কুমার বসু ও বিনয় কুমার সরকার

বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। সে সময় মার্কসবাদী বাঙালি সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন এম এন রায়, মোজাফফর আহমদ, সুশোভন সরকার, গোপাল হালদার ও বিনয় ঘোষ প্রমুখ। এসব সমাজচিন্তাবিদ বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিবিষয়ক অনেক আলোচনা-সমালোচনা করেছেন এবং সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেছেন।

উদ্দীপকের বর্ণনায় এমন একটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে যে বিষয়টি চিন্তার ইতিহাস ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় দু’হাজার বছরের পুরোনো। কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ উপমহাদেশে বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। উদ্দীপকে নির্দেশিত এ বিষয়টির সাথে উপরে আলোচিত সমাজবিজ্ঞান বিষয়টির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি এক দিনে তৈরি হয়নি, এ ইতিহাস দীর্ঘদিনের।

**ঘ** আমি মনে করি, বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে নির্দেশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ কে নাজমুল করিমের অবদান সর্বাধিক।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সমাজবিজ্ঞানকে একটি আলাদা বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অধ্যাপক ড. এ কে নাজমুল করিমের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৫৪ সালে ইউনেস্কো বিশেষজ্ঞ ও ফরাসি সামাজিক নৃবিজ্ঞানী অধ্যাপক রুদ লেভি স্ট্রাস বাংলাদেশ সফরে আসার পর অধ্যাপক ড. এ কে নাজমুল করিম এবং অধ্যাপক অজিত কুমার সেন তার সাথে দেখা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ইউনেস্কোর সহযোগিতা কামনা করেন। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৫৭-৫৮ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম ‘সমাজবিজ্ঞান’ নামে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৮ সালে অধ্যাপক ড. এ কে নাজমুল করিম সমাজবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞান বিভাগে যোগদানকারী বাঙালি শিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ছিলেন। ড. এ কে নাজমুল করিম ছিলেন প্রথম বাঙালি যিনি সমাজবিজ্ঞানের ওপর সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেন। তার লিখিত ‘*Changing Society in India, Pakistan, Bangladesh*’ গ্রন্থটি সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক পুস্তক হিসেবে এখনও সবার কাছে সমাদৃত। এছাড়া তার লিখিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘*The Dynamics of Bangladesh Society*’, ‘*Social Life of the Tiparas*’, ‘*সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ*’ ইত্যাদি। বস্তুত অধ্যাপক এ কে নাজমুল করিম ও তার



ছাত্রছাত্রীদের ঐকান্তিক সাধনার ফলেই এদেশে সমাজবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও আলোচনা বিস্তৃতি লাভ করেছে। সমাজবিজ্ঞানের বিকাশে বিভাগীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠা, মনোগ্রাফ লেখার ব্যবস্থা, গ্রামীণ প্রশ্নমালা পূরণের কার্যক্রম সবই তার অবদান।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশে অবদান রাখলেও অধ্যাপক এ কে নাজমুল করিম সর্বাধিক ভূমিকা রেখেছেন।

**প্রশ্ন ▶ ২** মি. ‘ক’ বাংলাদেশের সমাজ গবেষণার ইতিহাসে চিরভাস্বর। এ দেশের সমাজ গবেষণায় তার অবদান মূল্যায়ন করে তাকে বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। ছাত্রজীবনে তিনি ‘ভূগোল ও ভগবান’ শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে সুধীমহলে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলাদেশের সমাজকাঠামো ও মুসলিম সামাজিক স্তরবিন্যাস নিয়ে তার মৌলিক আলোচনা বর্তমান প্রজন্মের কাছে আজও গুরুত্বের দাবিদার।

◀ *শিখনফল-৩*

- ক. রুদ লেভি স্ট্রাস কোন দেশের নৃবিজ্ঞানী ছিলেন? ১
- খ. ‘সমাজবিজ্ঞান একটি মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান’— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে মি. ক-এর মাধ্যমে যে সমাজ গবেষকের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে মূলত তিনি একজন মানবতাবাদী সমাজবিজ্ঞানী— ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের প্রতিষ্ঠায় উক্ত সমাজ গবেষকের অবদান বিশ্লেষণ করো। ৪

### ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** অধ্যাপক রুদ লেভি স্ট্রাস ফ্রান্সের নৃবিজ্ঞানী ছিলেন।

**খ** সমাজবিজ্ঞান ন্যায়-অন্যায় বোধ নিরপেক্ষ অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিপ্রবণ বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের ধর্মই হচ্ছে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। সমাজবিজ্ঞানও যেহেতু বিজ্ঞান, তাই প্রকৃতিগত দিক থেকে শাস্ত্রটি নিরপেক্ষ। এজন্য সমাজবিজ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার মাধ্যমে সামাজিক সত্যকে তুলে ধরে। ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা বা অন্য কোনো গুণাগুণ বিচার করা সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়। আর তাই সমাজবিজ্ঞান একটি মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হয়।

**গ** উদ্দীপকের মি. ‘ক’-এর মাধ্যমে প্রখ্যাত সমাজ গবেষক অধ্যাপক ড. এ. কে. নাজমুল করিমের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। কেননা এ কে নাজমুল করিম বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তিনিই ছাত্রজীবনে ‘ভূগোল ও ভগবান’ শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, যা উদ্দীপকে বর্ণিত মি. ক-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ. কে. নাজমুল করিম ছিলেন একজন মানবতাবাদী সমাজবিজ্ঞানী।

একজন মানবতাবাদী সমাজবিজ্ঞানীকে মানবসমাজ অধ্যয়ন করতে হয়। সমাজবিজ্ঞানী নাজমুল করিমও মানবসমাজ নিয়ে গবেষণা করেছেন। তার রচিত ‘*Changing Society in India and Pakistan*’ এ অঞ্চলের সমাজ সম্পর্কিত অন্যতম গবেষণা গ্রন্থ

হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি নিজেই শুধু বাংলাদেশের মানুষ, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণা করেননি, সেইসাথে তার ছাত্রদেরকেও মানুষ, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণা করতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে নাজমুল করিম তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নয়নপুর গ্রামের সামাজিক পরিবর্তন ও স্তরবিন্যাসের ওপর ইংরেজ শাসনের প্রভাব পর্যালোচনা করেন। তার এ গবেষণার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাসের রূপরেখা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে, যা পরবর্তীতে সরকারি উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করেছে। তিনি মানবতাবাদী ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠারও সমর্থক ছিলেন। তার রচনার মধ্য দিয়ে তিনি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন। নাজমুল করিমের এ ধরনের রচনার মধ্যে ‘*Social and Economic Background of Islam*’, ‘*Political Elite and Agrarian Radicalism in East Pakistan*’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, অধ্যাপক নাজমুল করিম মেধা, মনন এবং কর্মকাণ্ডে ছিলেন একজন মানবতাবাদী সমাজবিজ্ঞানী।

**ঘ** প্রশ্নে উক্ত বিজ্ঞান বলতে সমাজবিজ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। আমি মনে করি, বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে নির্দেশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ. কে. নাজমুল করিমের অবদান সর্বাধিক।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সমাজবিজ্ঞানকে একটি আলাদা বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অধ্যাপক ড. এ. কে. নাজমুল করিমের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৫৪ সালে ফরাসি ইউনেস্কো বিশেষজ্ঞ ও সামাজিক নৃবিজ্ঞানী অধ্যাপক রুদ লেভি স্ট্রাস বাংলাদেশ সফরে আসার পর অধ্যাপক ড. এ. কে. নাজমুল করিম এবং অধ্যাপক অজিত কুমার সেন তার সাথে দেখা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ইউনেস্কোর সহযোগিতা কামনা করেন। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৫৭-৫৮ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম ‘সমাজবিজ্ঞান’ নামে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৮ সালে অধ্যাপক ড. এ. কে. নাজমুল করিম সমাজবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞান বিভাগে যোগদানকারী বাঙালি শিক্ষকদের মধ্যে একমাত্র অধ্যাপক ড. এ. কে. নাজমুল করিম সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিদারী ছিলেন। অধ্যাপক নাজমুল করিম হলেন প্রথম বাঙালি যিনি সমাজবিজ্ঞানের ওপর সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেন। তার লিখিত ‘*Changing Society in India, Pakistan, Bangladesh*’. গ্রন্থটি সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক পুস্তক হিসেবে এখনও সবার কাছে সমাদৃত। তার লিখিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘*The Dynamics of Bangladesh Society*’, ‘*Social Life of the Tiparas*’, ‘*সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ*’ ইত্যাদি। বস্তুত অধ্যাপক ড. এ. কে. নাজমুল করিম ও তার ছাত্র-ছাত্রীদের ঐকান্তিক সাধনার ফলেই এদেশে সমাজবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও আলোচনা বিস্তৃতি লাভ করেছে। সমাজবিজ্ঞানের বিকাশে বিভাগীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠা, মনোগ্রাফ লেখার ব্যবস্থা, গ্রামীণ প্রশ্নমালা পূরণের কার্যক্রম সবই তার অবদান।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশে অবদান রাখলেও অধ্যাপক ড. এ. কে. নাজমুল করিম সর্বাধিক ভূমিকা রেখেছেন।

**প্রশ্ন ▶ ৩** সম্প্রতি সমাজবিজ্ঞানীরা এক গবেষণা সমীক্ষায় প্রমাণ করেছেন যে, সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ দায়ী হলো পথচারীরা। এ প্রেক্ষিতে ঢাকা কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা এক প্রচারাভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করে। ঢাকা কলেজের সামনের রাস্তায় তারা পথচারীদের পারাপারে করণীয় দিকগুলো সম্পর্কে অবহিত করে।

◀ *শিখনফলঃ ৪*

- ক. কত সালে বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা শুরু হয়? ১
- খ. বাংলাদেশে কীভাবে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি নির্মিত হয়? ২
- গ. উদ্দীপকে সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নের গুরুত্বের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নের আরও যেসব গুরুত্ব রয়েছে তা যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৩নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৯৫৭ সালে বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা শুরু হয়।

**খ** বিভিন্ন বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও সাম্যবাদী লেখকদের লেখনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি নির্মিত হয়। চল্লিশের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী লেখক রাধাকমল মুখার্জি, ডি এন মজুমদার, নির্মল কুমার বসু ও বিনয় কুমার সরকার বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। সে সময় কয়েকজন মার্ক্সবাদী বাঙালি সমাজবিজ্ঞানীর লেখা পাওয়া যায়। এসব সমাজচিন্তাবিদগণ বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনেক আলোচনা সমালোচনা করেন এবং সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেন। যার ফলে বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি নির্মিত হয়।

**গ** উদ্দীপকে সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নের গুরুত্বের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা হলো, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সম্প্রতি সমাজবিজ্ঞানীরা এক গবেষণা সমীক্ষায় প্রমাণ করেছেন যে, সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ দায়ী হলেন পথচারীরা। এ প্রেক্ষিতে ঢাকা কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা পথচারীদের মধ্যে এ সম্পর্কিত এক প্রচারাভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করে। ঢাকা কলেজের সামনের রাস্তায় তারা পথচারীদের পারাপারে করণীয় দিকগুলো সম্পর্কে অবহিত করে যা

সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নের গুরুত্বের অন্যতম দিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সমাজবিজ্ঞানও মানুষকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সমাজের সদস্য হিসেবে কী ধরনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে তা সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমেই জানা যায়। সমাজবিজ্ঞান আমাদেরকে আত্মসচেতন, শ্রেণি সচেতন, সমাজ সচেতন এবং সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে সহায়তা করে। সমাজবিজ্ঞান কেবল সামাজিক অধিকারই নয়; সামাজিক দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান দান করে। আর এ বিষয়টিই ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের কার্যক্রমে ফুটে উঠেছে।

**ঘ** সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি আরও অনেক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা যায়।

সমাজবিজ্ঞান যেহেতু সমাজকাঠামো, তথা ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ক, ভূমিকা ও কার্যাবলি সম্পর্কে পঠন-পাঠন ও গবেষণা করে, সেহেতু সমাজবিজ্ঞান পাঠে যেকোনো কৌতুহলী পঠন সমাজ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে পারে। সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে সমাজে মানুষের অবদান ও অধিকার সম্পর্কে জানা যায়। সমাজের সুযোগ-সুবিধাগুলো কারা, কতটা, কীভাবে ভোগ করছে; আর কারাই বা সমাজের সুযোগ ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তা সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। সমাজবিজ্ঞান অধিক জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার কারণ, প্রভাব ও প্রতিকার বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা ও গবেষণা করে। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ এ জ্ঞান সামাজিক সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিহার্য। কেননা সমাজ বিচ্ছিন্ন বা সমাজ বিরুদ্ধ কোনো উন্নয়নমূলক কাজ কখনও টেকসই হয় না। পরিবর্তনের ধরন, ধারা ও এর ফলে উদ্ভূত সমস্যা অনুধাবন ও নিরসন সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। এছাড়া রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা থেকে মুক্তি লাভ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা অনুধাবন, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বাস্তবসম্মতভাবে আয়ত্ত করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকা ছাড়াও সমাজবিজ্ঞান পাঠের আরও অনেক গুরুত্ব রয়েছে।

